যুগান্তর

তারিখ 24 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তা রে ক শা ম সু র রে হ মা ন

এখন চলছে ভিসি খেদাও অভিযা

গত ৩০ এপ্রিল যুগান্তরের শেষ পাতায় একটি সংবাদ ছাপা হয়েছে। সংবাদের শিরোনাম 'শাবির ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোসলেহ ...দ্দিন'। ভেতরের সংবাদে বলা হয়েছে, ভিসি ...ধ্যাপক শফিকুর রহমানকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখা ...য়েছে। এই সংবাদের ভেতর থেকে যে সত্যটি ...রিয়ে এলো তা হচ্ছে ভিসিকে অপসারণ করা হয়েছে ...বং প্রোভিসি নিয়ম অনুযায়ী ভিসির দায়িত্ব গ্রহণ ...রেছেন। এখানে বলা ভাল, গত ৯ মার্চ থেকে ১৪ ...প্রিল পর্যন্ত শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ...শ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি ...ড় অংশ ভিসির অপসারণের দাবিতে আন্দোলন করে ...সছিলেন। পরবর্তীকালে আন্দোলনকারীরা ঢাকায় ...র্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে ...খা করেন। এরপরই ভিসির অপসারণের ঘটনা ...টল।

...ষয়টিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা কে কিভাবে ...য়েছেন আমি জানি না। কিন্তু অন্য একটি ...শ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি বিষয়টিকে ...খছি অন্যভাবে। অধ্যাপক শফিকুর রহমানকে ...হজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ ...য়েছিলেন বর্তমান সরকার। বেশিদিন তিনি ক্ষমতায় ...কতে পারলেন না। শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়টি ...তুন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা থাকতে পারে। ...ক্ষকদের সমস্যা থাকতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের দাবি-...ওয়া থাকতে পারে। যে জিনিসটি দৃষ্টিকটু, তা হচ্ছে ...বির আন্দোলনকারীরা শিক্ষাঙ্গনকে জিম্মি ...রেছিলেন। অনেকেরই মনে আছে ছাত্রছাত্রীরা ...শ্ববিদ্যালয়টিকে 'মৃত' ঘোষণা করে একটি 'কফিন ...ছিল' বের করেছিল। আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের ...দত্যাগের দাবিতে অনড় ছিলেন। তারা কোন ধরনের ...পস ফর্মুলায় রাজি ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ...রকারের নীতিনির্ধারকরা আন্দোলনকারীদের দাবি ...নে নিলেন। ভিসি অপসারিত হলেন। এখানে আরও ...কটি কথা বলা দরকার। আর সেটি হচ্ছে প্রোভিসির ...মিকায় বাজারে একটি কথা দীর্ঘদিন ধরেই চালু ...য়েছে– আর তা হচ্ছে আন্দোলনকারীদের পেছনে ...ত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রোভিসির হাত ছিল। কথাটার ...ছনে কতটুকু সত্যতা ছিল বা আছে তা আমি হলফ ...রে বলতে পারব না। তবে প্রোভিসির ভারপ্রাপ্ত ...পাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ সঙ্গত কারণেই এই ...তর্কে আরও ইন্ধন যোগাবে। এক ধরনের 'চাপ'-এর ...ছে সরকার নতিস্বীকার করল, তাদের মনোনীত ...পাচার্যকে তারা নিজেরাই সরিয়ে দিল। কিন্তু ...রকারের নীতিনির্ধারকরা কি একবারও ভেবে ...খেছেন শাবির এ ঘটনা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ...ন্দোলনকারীদের প্রভাবিত করতে পারে? বেশক'টি ...শ্ববিদ্যালয়েই এখন 'উপাচার্য অপসারণ আন্দোলন' ...চছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই আন্দোলন ...পাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। ধারণা করছি, যে কোন ...হূর্তে এই আন্দোলন আবার চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। ...ষ্টিয়ার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়েও একই ধরনের ...ন্দোলন চলছে। উপাচার্য অপসারণ আন্দোলন ...খানে চাঙ্গা হচ্ছে। রাজশাহী কিংবা চট্টগ্রামের ...রিস্থিতি যে ভাল, তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। ...সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ...পাচার্যবিরোধী আন্দোলন চলছে, তা খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে : ১. কোন কোন ক্ষেত্রে ভিসি-প্রোভিসি দ্বন্দ্বই এই আন্দোলনকে উসকে দিচ্ছে, ২. প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের চেয়ে বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অস্থিতিশীলতার জন্য দায়ী, ৩. ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং সরকারের নীতিনির্ধারকদের বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শাবিতে অধ্যাপক শফিকুর রহমানকে সরিয়ে দেয়া হল। কিন্তু তাতে করে কি সমস্যার সমাধান করা গেল? বোধ করি না। শাবির সমস্যার ধরনটা একটু ভিন্ন ধরনের। হতে পারে অধ্যাপক রহমান সমস্যার সমাধান করতে পারছিলেন না। এক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার চেয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'সিরিয়াসনেসের' অভাব ছিল বলেই আমার ধারণা। সংকটময় মুহূর্তে অধ্যাপক রহমানকে সাহায্য করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। তারা সময়ক্ষেপণ করেছেন। পরিণতিতে পরিস্থিতি এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আন্দোলনকারীদের অবস্থান শক্তিশালী হয়। অধ্যাপক রহমানকে সরিয়ে দেয়া ঠিক হয়নি। তাকে আরও কিছুদিন সময় দেয়া উচিত ছিল। আমি যতদূর জানি লন্ডনে থাকাকালীন অধ্যাপক রহমান উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তিনি উপাচার্য পদটির জন্য 'তদবির' করেননি। অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আর এখন তাকে চলে যেতে হল– তাও অনেকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। প্রোভিসি বয়সে খুবই তরুণ। শাবির মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব তিনি কতটুকু সফলতার সঙ্গে পালন করতে পারবেন– এ নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়ই। এসব ক্ষেত্রে যা করা উচিত তা হচ্ছে একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য শিক্ষককে এ পদে নিয়োগ দেয়া। না হলে একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। আর তাতে করে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে মাত্র। এখানে আরও একটি কথা। শুধু সিলেটের অধিবাসী হলেই তাকে ভিসি, প্রোভিসি নিয়োগ করতে হবে– এ ধরনের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়, তেমনি ভিসি-প্রোভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে এ ধরনের আঞ্চলিকতা প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়। এ ধরনের আঞ্চলিকতা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ইতিবাচক ফল তো বয়ে আনবেই না, বরং সমস্যাকে আরও জটিল করতে পারে।

অধিকাংশ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েই বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এর ফলে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে মারাত্মক সব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রায় ক্ষেত্রেই উপাচার্যরা তার নিজ দলের সমর্থকদের দ্বারা বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। আর এর সুযোগটি নিচ্ছেন বিরোধী দলের সমর্থিত শিক্ষকরা। চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী কিংবা কুষ্টিয়া প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার কর্তৃক মনোনীত ও নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিদের বিরোধিতা করছেন তার নিজ দলের সমর্থকরা। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় চিন্তা করা প্রয়োজন।

'এক, যিনি ভিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন তিনি তার মেধা, যোগ্যতা ও দক্ষতা বলে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না। এমনকি তার নিজ দলের সমর্থিত শিক্ষকদের ওপরও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই।

দুই, সরকার জেনেও বিষয়টি উপেক্ষা করছেন। সরকারদলীয় শিক্ষকদের মধ্যে বিভাজন দূর করার ব্যাপারে দলীয় নেতাদের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় সরকারের ঊর্ধ্বতন নীতিনির্ধারকরা বিষয়টিকে তেমন আমলে নেননি। ফলে অন্তঃদ্বন্দ্বের কারণে প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই সমস্যা জটিল থেকে আরও জটিল হচ্ছে এবং এক সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। সুতরাং সময় থাকতে থাকতেই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যকার অন্তঃদ্বন্দ্ব দূর করা প্রয়োজন।

সর্বোপরি ১৯৭৩ সালে জারিকৃত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ১৯৭৩ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছিল, তখন এর প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এরপর ত্রিশ বছর পার হতে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরিবর্তন এসেছে ব্যাপক। পরিবর্তন এসেছে আমাদের মানসিকতায়ও। অত্যধিক 'স্বাধীনতা' আমাদের দায়িত্বহীন করে... দায়বদ্ধ নই। একজন শিক্ষকের পরিচয় ... যাওয়া, তিনি ক্লাসে না গিয়ে 'শিক্ষক রাজ... বেশি' পছন্দ করছেন। কিংবা বেশি ... করছেন। শিক্ষক সমিতি অবশ্যই থা... শিক্ষক সমিতি কলকারখানার ট্রেড ... আচরণ করতে পারে না। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য ... যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতিগুলো ... দাবি-দাওয়া আদায় করার চেয়ে ... করার আন্দোলনের ব্যাপারেই বেশি উ... শিক্ষক সমিতির নেতারা নিজেরাই এক... হতে চান। আর এটা করতে গিয়ে তারা ... জিম্মি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ ... ভিসি সমর্থিত শিক্ষকদের হুমকি ... 'গণতন্ত্রের' নামে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ ... পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং তা ... সাধারণ শিক্ষকদের ওপর। 'স্বাধীন' থাকবেন কিন্তু অতিরিক্ত 'স্বা... আমরা আমাদের পেশার প্রতি পূর্ণ যত্নবান ... না। এ কারণে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যা... সংশোধন প্রয়োজন। বিশেষ করে ১১ নং ... ধারা, ২২(১) নং ধারা, ২৩ নং ধারা, ২৬... সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দি... ধারা ও উপধারায় উপাচার্য নিয়োগ... ক্ষমতা সিন্ডিকেট গঠন, সিন্ডিকেটের ... অনুষদের ডিনদের নির্বাচনের কথা ক... ধারায় যদি পরিবর্তন আনা যায়, ত... পর্যায়ে অস্থিতিশীলতা অনেক হ্রাস... অস্বীকার করা যাবে না যে ... অস্থিতিশীলতার মূল কারণ হচ্ছে ... এই পদটির ব্যাপারে সিনিয়র... থাকেন। অসন্তোষের জন্ম হয় সে... সরকারের নীতিনির্ধারকরা বি... বিবেচনা করতে পারেন এবং ... করতে পারেন– যারা এ ব্যাপা... দেবেন। এটি যত দ্রুত করা যায় ... শাবির উপাচার্যকে অপসারণের ... করিয়ে দিল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ... ভাল নয়। সরকারের নীতিনির্ধারক... সতর্ক হওয়া উচিত। একই ধরনের ... বিশ্ববিদ্যালয়েও উদ্ভব হতে পারে। ... মাধ্যমে একজন ভিসিকে অপসারণের ... নয়। উচিত ছিল শাহজালাল বিশ্ববিদ... সমস্যার দিকে নজর দেয়া। কিন্তু তা ... ভিসিকে সরিয়ে দিয়ে কার লাভ হল– এটিও ... দেখা প্রয়োজন। আমরা আশা করব অতি দ্রুত ... একজন যোগ্য ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য ভিসিকে ... দেয়া হবে এবং আন্দোলনকারীদের প্রতি ... অনুরোধ– আর যেন ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবন ... ছিনিমিনি খেলা না হয়, আর যেন ছাত্রছাত্রীরা ... হয়ে না পড়ে।

ভিসি সমর্থিত শিক্ষকদের হুমকি দিচ্ছেন। তথাকথিত 'গণতন্ত্রের' নামে সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করে তাদের পছন্দমতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং তা চাপিয়ে দিচ্ছেন সাধারণ শিক্ষকদের ওপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা 'স্বাধীন' থাকবেন কিন্তু অতিরিক্ত 'স্বাধীনতা'র কারণে আমরা আমাদের পেশার প্রতি পূর্ণ যত্নবান হতে পারছি না। এ কারণে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন প্রয়োজন। বিশেষ করে ১১ নং ধারা, ১২ নং ধারা, ২২(১) নং ধারা, ২৩ নং ধারা, ২৬(৫) নং ধারা সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

ড. তারেক শামসুর রেহমান : রাজনৈতিক ও অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়